আজকের কাগজ

13 JUN 1994

33

বিদেশে পড়ালেখার প্রবণতা ❖ হারিয়ে যাচ্ছে মেধাবী মুখ

আজকাল উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে যাবার প্রবণতা খুব বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই তো ক'বছর আগেও এই প্রবণতা কেবলমাত্র উচ্চ বিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্তর পরিবারের সন্তানদের মধ্যে দেখা যেত। এখন তা মধ্যবিত্ত পরিবারেও প্রসারিত হয়েছে। শিক্ষার জন্য কেবল যে ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে চাইছে ছেলেমেয়েরা তা নয়। সিঙ্গাপুর, জাপান এবং পাশের দেশ ভারতেও অনেকে চলে যাচ্ছে। আর আবেদন করছে কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী।

উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাড়ি দেবার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, এদের প্রায় সকলেই মেধাবী। এসএসসি থেকে শুরু করে পিএইচডি সব শ্রেণীর মধ্যেই তুমুল প্রতিযোগিতা। এই মেধাবী ছাত্রের খুব ছোট অংশই লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফেরে। অধিকাংশই প্রবাসে চাকরি নিয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। প্রবাসে থেকে যাবার প্রধান কারণ নিশ্চিত সচ্ছল জীবন। দেশে ফিরে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে কেউই পড়তে চান না।

বিদেশে পড়ালেখার ক্ষেত্রে আরো একটি চিত্র হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে ফুলটাইম কাজে ঢুকে যাওয়া। অনেক বাংলাদেশী তরুণ বেশ ভাল বেতনের একটা ফুলটাইম কাজ পেয়ে গেলে আর পড়ালেখা করেন না। যে কারণে স্টুডেন্ট ভিসা দিতে কর্তৃপক্ষ বেশ কড়াকড়ি মনোভাব দেখান।

বিএসসি শ্রেণীর ছাত্র মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল সিঙ্গাপুরে ভর্তির জন্যে আবেদন করেছেন। সুযোগ পেলে চলে যাবেন। জুয়েল বলেন, 'চেষ্টা করব যেন পড়ালেখা সময়মত শেষ করতে পারি। দেশে ফেরার কথা এখনি ভাবছি না। কেননা পাস করার পর সিঙ্গাপুরেই বেশ ভাল চাকরি পাওয়া যাবে। অর্থ ও ক্যারিয়ার দুটো পারপাসই সার্ভ হবে। অন্যদিকে দেশে ফিরলে একরাশ অনিশ্চয়তা। তবে দেরিত হলেও দেশে ফিরব।'

সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকরির অনিশ্চয়তার কারণে তাই মেধাবী ছাত্ররা চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে। আমরা হারাচ্ছি মূল্যবান মেধা। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়ায় প্রতারিত হচ্ছেন অনেক তরুণ। জাকজমক জীবনের হাতছানিতে বিদেশে গিয়ে তারা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন।

নূরুল মোমেন